





সুরের কবর

বাসবেন্দ্র ঠাকুর

প্রণীত

মূল্য এক টাক

প্রকাশক

হরিপদ ভট্টাচার্য্য

ফিউচারিষ্ট পাবলিশিং হাউস

৩৫ঈ, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা।

প্রিণ্টার
শ্রীযতীন্দ্র নাথ বসু
শ্রীধর প্রেস
২৩নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রুফ সংশোধনের ভার ছিলো যাঁদের ওপর তাঁদেরই দোষে কয়েক যায়গায় একটু আধটু ভুল রয়ে গেছে। আশা করি সে জন্য বিশেষ কোথাও রসভঙ্গ হবে না। তাই আর শুদ্ধিপত্র দিয়ে বৃথা এ বইয়ের সৌন্দর্য্য নষ্ট করা হয় নি।

এই সুযোগে প্রচ্ছদপটের ছবি ও লেখার জন্যে শিল্পী কমলকৃষ্ণ ও শিল্পী নির্ম্মল দে'র কাছে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সন ১৩৪৫ সাল

প্রকাশক

গ্রন্থকার প্রণীত আরও একটী পুস্তক শীঘ্রই বাহির হইতেছে·

সিগারেট

—মূল্য এক টাকা—

(কয়েকটী অতি আধুনিক ছোট গল্পের সমষ্টি)

সুভদ্রা'কে দিলাম।

স্নেহের বাসু

সুরু

জীবনের বন্যায়
কতকাল বয়ে
কতদিন ভেসে গেল অকূল পানে—
এ জীবন শেষ কবে হবে কে জানে !

ফুলের বাগানে দেখি
সবি ঝরে গেছে একি
চামেলি বকুল আর মালতি বেলা ;
ভ্রমর কাঁদিছে তার ফুরাল খেলা ।

সোণার খাঁচাটি ঝোলে—
কবে কে দুয়ার খোলে
রূপোর পাখিরা তাই গেছেগো উড়ে ;
একে একে দীপগুলো গিয়েছে পুড়ে।

জনহীন মাঝরাতে
আপনার বেদনাতে
যতসুর বেঁধে ছিনু বেসুরা হল ;
সেতারের তার বলে বাঁধন খোল।

শীতের কুয়াসা রাশি
শরতের মেঘ আসি
জীবন আঙ্গিনা দিয়ে গেছেগো চলে ;
আমিও নামিনু পথে চলিব বলে।

শ্রাবণ রজনী কত
কেটে গেল আশাহত
বসন্ত ফিরে গেল দুয়ারে এসে ;
এবার চলেছি তাই অচিন দেশে।

"বেদুইন"

এ চলার সুরু করেছিনু হায় যাদের সাথে,
কেহ ফিরিয়াছে আগায়েছে কেহ প্রদীপ হাতে;
পথের সাথীরে হারায়েছি তাই একাকী আজ,
মরুর মাঝারে সেরে চলি শুধু চলার কাজ।
চলার নেশায় চলিয়াছি একা জীবন পথ,
ইরাণী রূপসী আসিয়াছে পরি' সোণার নথ;
বাজায়েছে বীণ্ শুনিয়াছি তাও নীরব থাকি,
বাঁশীর বেহাগে সুরের দেবীরে কভু বা ডাকি।
নগরের সীমা নদীর ঘাটের কিনারা কত,
পথের দুপাশে ফেলিয়া এসেছি ছবির মত।

চলনের পথে কোনখানে কভু অচিন দেশে,
কালো কেশ জাল অসীম আকাশে এলায়ে এসে,
পান্থশালার দুয়ারে দাঁড়ায়ে রূপসী নারী,
শুধায়েছে মোরে "কোথা যাবি তুই শুনিতে পারি?"
কেহ বাতায়নে ডাগর নয়নে তাকায়ে রহে,
কেহ পিছু ডেকে যাবার বেলায় ফিরিতে কহে;
কভুও বা কেহ ফেলেছে দু'ফোটা আঁখির জল,
সবারে বলেছি "অসীমের পানে যাবিত চল।"
কভু আসে নাহি কভুও বা সাথে এসেছে কেহ,
কেহ পথ মাঝে বাঁধিয়া লয়েছে আপন গেহ;
ভুল পথে কেহ ভুলাতে আমায় করেছে ছল,
সবারে বলেছি "অসীমের পানে যাবিত চল।"
প্রাণের ভিতরে কহিছে কে যেন মিনতি করি,
জীবনের পথ বাঁশীর বেহাগে নিওগো ভরি;
চাঁদের আলোক হাসিয়া দিয়াছে দুগালে চুমা,
সাঁঝের তারাটি বলিয়াছে হেসে "ঘুমারে ঘুমা;"
শীত পবনের হংসের পাঁতি যাবার বেলা,
দেখায়েছে মোরে অসীমের মাঝে রূপের মেলা।
মরীচিকা মোর নীল অঞ্জন নয়নে আঁকে,
চাতকের সাথে চলিতে আমায় মেঘেরা ডাকে;

কালের শিশুরা খেলিয়াছে খেলা সাগর তীরে,
সুধায়েছে মোরে "এই খেলা তুই খেলবি কিরে ?"
সাঁঝের আলোয় অকূলের পানে ভেসেছে নাও,
রূপের সাগরে ডুবিতে আমায় ডেকেছে তাও।

ফাগুন ফুরায় পিক উড়ে যায় শুকায় ফুল,
অশেষ ভাবিয়া ছিনু এ জীবন সে শুধু ভুল ;
স্বপন মিলায় বুক পুড়ে যায় তাহার পর,
এই দুনিয়ার কোন খানে তাই বাঁধিনি ঘর।
মরীচিকা ভাসে ঐ মোহে কত পথিক ভুলে,
হারায়ে ফেলেছে আপনারে চোরা বালির কূলে ;
অসীমের গানে মিলাইতে সুর গাহিতে গীতা,
আমি চলিয়াছি মরীচিকা তাই হয়েছে মিতা ;
যৌবন মম গেছে তবু আজও আসেনি জরা,
সুরের পরীরা বাঁশীর বেহাগে দিয়াছে ধরা ;
ঐ মরীচিকা নিতুই আমারে অকূলে টানে,
যাযাবর আমি ভেসেছি অচিন দেশের পানে।

অর্ঘ্য

অকাযের যাছুঘরে কহিব কেমন করে
কতকাল জেগে রব আর ;
সারাদিন মাঠে মাঠে ঘূরে ফিরে দিন কাটে
রজনীতে বাজাই সেতার ॥

সেদিন গোধুলি বেলা খেলিতে খেলিতে খেলা
হেরিলাম দেউলের দ্বারে।
নব নব রাজ বেশে শতেক সাধক এসে
ডালি দিল শত অর্ঘ্যভারে ॥

সোনার দেউলে তব হে দেবী ! আসিছে নব
সাধকের অর্ঘ্য কত শত।
তবু দেবী কৌতুহলে অনাহুত হয়ে চলে
এসেছিনু ভিখারীর মত॥

সুদূরের চক্রবালে ঘন নীল সন্ধ্যাকালে
নেমে আসে মসীমাখা ছায়া।
বীণার তন্ত্রিতে মোর জাগে নাহি ঘুমঘোর
জেগেছিল রাগিণীর মায়া॥

ডালিশূন্য অর্ঘ্যহীন করে লয়ে ছিন্নবীণ্
না শুনিয়া কাহারো আহ্বান।
তাই দেবী আসিয়াছি চরণের কাছাকাছি
শুনাইতে কয়খানি গান॥

নীল নদী পারে হায় জীবন তরণী যায়
নদীপথে চলিল যে যার।
আমি শুধু উদাসীন ভাবিলাম দ্বিধাহীন
কিবা হবে দাঁড় বহে আর॥

দিন যায় রাত্রি আসে পড়ে থাকি এক পাশে
অন্ধকারে হাসে নভ নীল।
লয়ে ছিন্ন বীণাখানি গান শুনাইতে রাখী
মরি খুঁজে রাগিণীর মিল॥

পথহারা বিহগিনী ফিরে যায় পথ চিনি
দীপগুলো নিভে এল প্রায়।
দিবসের পুষ্পরাশি একে একে হল বাসি
ধূপগন্ধ মিলাল কোথায়॥

তবু জনহীন রাতে গানের মালিকা হাতে
বসে আছি ঘর আঁধিয়ার ;
সুরের কুসুমগুলি আঁধিয়ারে বুকে তুলি।
গীতাঞ্জলী লবে কি আমার ?

গ্রামের পথে

কাদায় গাথা ঘর ; খড়ের চাল।
সুমুখে বাঁশঝাড় কাজল দীঘিপার
এমনি ছোট গ্রাম চিরটাকাল॥

সুদূর ভিন্‌গায় মিশেছে পথ।
তাহারি এককোনে পড়িয়া দিনগোণে
রতণ রায়েদের পুরাণ রথ॥

চলন বিলখানি কাজল রেখাটানি
করুণ আঁখি তুলে আকাশে চায়।
উহারি কালোজলে বধূরা দলে দলে
দুবেলা জল নিতে আসিত প্রায়॥

সারাটী দিনমান বাঁশীতে গাহে গান
রাখাল ধেনুপাল সুদূরে লয়
আঁধার ঝাউবনে কভুবা আন্‌মনে
আপনি অকারনে বসিয়া রয় ॥

ননদী গৃহকোনে কাঁথায় ফুল বোনে
শাশুড়ী ছাড়াইছে সুতার জাল।
বালিকা বধূগুলো ফেলিয়া খেলাধূলো
বসিয়া বাতায়নে গুনিছে কাল ॥

পথিক পথে যেতে চলার মোহে মেতে
পথের ধূলি সনে কি কথা কও ?
'হইলে পথ চলা রয়েছে বটতলা
ক্ষণিক ছায়াতলে বসিয়া লও ॥

ফুলের মুখ চেয়ে গ্রামের বুক বেয়ে
ফাগুন ফিরে গেছে অচিন দেশ।
শ্রাবণ মেঘে মেঘে বিজলি উঠে জেগে
শরৎ ফিরে এল সবার শেষ ॥

পড়িয়া পাঠশালে শিশুরা শেষ কালে
মাটির গুলি খেলে ভাবনা হীন।
বাউল পথে ঘাটে কখনো ছড়া কাটে
কভুবা সুর ধরে বাজায় বীন্॥

দিনের হাট সেরে পসারি গৃহ ফেরে
রেলের বাঁশী বাজে করুণ সুর।
নদীর বালুচরে জেলেরা ঘুরে মরে
মাছের ডিঙ্গি গেছে অনেক দূর॥

পারের মাঝি বসে হুঁকোর ধোঁয়া শোষে
কখন গায় বসি বেসুরা গান।
সুদূর অজানায় বলাকা ফিরে যায়
দিনের আলো হল ধূসর ম্লান॥

তপন গেছে ডুবে উঠিছে চাঁদ পূবে
পবনে দুলে উঠে হেনার বন।
গাভীরে বেঁধে নেলো রাখাল ফিরে এল
নিরালা বসে তোরা বাঁশরী শোন॥

চাঁদের আলো পেয়ে বধূরা থাকে চেয়ে
আঁচলে রুণুঝুণু চাবির গোছ।
গোলাপ আঁখি খোলে বঁধূরা এল বলে
বিরহী বালিকারা নয়ন মোছ॥

কাঁঠাল বন-চুরে সোনার আলো ছুড়ে
সাঁঝের তারাগুলি নীরবে চায়।
বধূরা আসিবি কি যেথায় ঝিকিমিকি
চাঁদের আলো খেলে নদীর গায়॥

বিদায়

ওরে আমার স্বপন ভরা করুণ গানের সুর ;
আজকে রাতেই বিদায় নিয়ে চলবো অনেক দূর।
ঐ যেখানে আকাশ চিরে
সন্ধ্যাতারা উঠছে ধীরে
ওর পানতেই উধাও হয়ে আস্‌ছে আমার প্রাণ ;
ওরে আমার স্বপন ভরা করুণ সুরের গান !
এই যে নীরব পথের ধূলো
দোলন চাঁপার গন্ধগুলো
এর বুকেতে এস্নিধারা গোপন হয়েই থাক ;
সুদূর আমায় চল্‌তে পথে আজ পাঠাল ডাক্।
আজকে দখিন বাতাস হেন
মনের মাঝে কইছে কেন
বাঁশীর সুরে শেষ করে নেও করুণ গানের খেলা ;
সুরের বাঁধন ভাঙ্গতে হবে আজ্‌কে বিদায় বেলা।

আজকে যদি যেতেই হবে
কোন পথে হায় চলবো তবে
কোন খানে তুই থাক্‌বি পড়ে করুণ সুরের গান ;
বিদায় স্মৃতির চিহ্ন তোকে করবো কি আর দান ?
যেথায় শুধু ভগ্ন বাঁশী
সাঁঝের ঝরা কুসুম রাশি ;
আজ যেখানে রইল পড়ে ছিন্ন বীণার তার
সেইখানেতেই বাজবে কি তোর ছন্দ বেদনার ?
কিম্বা যেথায় সাঁঝের শেষে
অপ্সরীদের আত্মা এসে
নিত্য সরাব পান করে যায় ভগ্ন পেয়ালায়
থাক্‌বি কি তুই সেই হারেমের একটী কিনারায় ?
দিগ্বধূরা আমায় ডেকে
হাত ছানি দেয় আড়াল থেকে
এবার আমায় চল্‌তে হবে সুদূর হতে ও দূর ;
বিদায় তবে বিদায় ওরে করুণ গানের সুর ॥

জীবন-জুয়া

সাকীরে !

নিশিদিন শুধু সিরাজের সুরা ঢাল ;
মিছে ভেবে কেন মরিস্ কি হবে কাল ;
সিরাজের সুরা পাত্র ভরিয়া রাখ ;
আর দুনিয়াতে যত কাজ আছে থাক্—
বাকীরে ।

সাকীরে !

কভু আর কোন পরদেশী নির্ভিক ;
সমরকন্দ জিনে যদি নেয় নিক্ ;
তুই ভেবে কেন মিছে হোস্ চঞ্চল,
আমাদের তাতে ভয় কিবা আছে বল—
আজিরে ?

সাকীরে !

আমাদের কাজ আনাগোনা শুধু জানি ;
তাই বলি ওরে ভরেদে পেয়ালাখানি ,
সন্ধ্যার সুর প্রভাতে কোথায় যায় !
সুধাইলে হায় অন্ত কে তার পায়—
হাঁকিরে ?

সাকীরে !

আজি রজনীর শেষ হতে হতে যদি,
কভু থেমে যায় নব জীবনের নদী ;
শুধায়ে না চলে মরু মরীচিকা বেয়ে,
ক্ষণে ক্ষণে তাই আকাশের পানে চেয়ে—
থাকিরে।

সাকীরে !

কেন বলি আর পাত্রটি এনে ধর ;
চলনের পথে অতি ছোট অবসর।
যত আছে হাতে আজিকে রাজার বল,
লুটে নিতে পারে কালিকে দস্যুদল—
জানিরে।

সাকীরে !

জাননাকি তব নবীন কুসুম রাজি,
নিমেষে ফুটিয়া নিমেষে টুটিবে আজি ;
জীবনে মরণে জুয়া খেলা হয় তাই,
সুরার পেয়ালা রাখিয়াছি ভয় নাই—
বাজীরে।

ক্ষণিকের পরিচয়

বনে একদিন এসেছিনু পথ ভুলে,
ক'টি শেফালির ফুল নিয়েছিনু তুলে ;
চির প্রিয়তম বাঁশের বাঁশরীখানি—
কোন তরুতলে ফেলিয়াছি নাহি জানি।

সতের

মন্দির পথে তখনো দুয়ার দে'য়া,
ভেসেছিল শুধু ঘাটের মাঝির খেয়া ;
দুটী নীড়-হারা বলাকা রাতের শেষে—
ঘুমায়ে পড়েছে আপন কুলায়ে এসে।
সরমে মরিয়া নিশীথ রাতের চাঁদ—
ম্লান মুখে বসে করিছে আর্ত্তনাদ।
পূর্ব্ব আকাশে জেগে আছে দুটী তারা,
আমারি মতন ওরা-ও কি পথহারা ?

সেই সবে রাত ফুরায়ে হয়েছে ভোর,
কদম্ব বনে হারায়েছি বেণু মোর ;
পথের দুপাশে হেনা রঙনের গাছে—
ফুলে ফুলে শুধু ফাগুন জাগিয়া আছে।
আকাশ ফেলিছে গোধূলি-আঁচল খুলে,
বনে একদিন এসেছিনু পথ ভুলে।

*　　*　　*

তখন আকাশে জাগিছে ঘুমের মায়া,
সন্ধ্যার মুখে গোধূলি ও ধূপছায়া।

অস্তদিনের অবগুণ্ঠন টানা,
এ পথের সীমা কোথা নাহি মোর জানা।
অচিন দেশের বন-বীথিকায় আসি,
হারায়েছি পথ-হারায়ে গিয়াছে বাঁশী।
ক'টি শেফালির ফুল তাও গেছে চুরি,
সীমাহীন পথে সারাদিন ঘোরাঘুরি।
একেলা তখন শ্যামল তরুর ছায়,
ব্যাকুল সাঁঝের অলস দখিন বায়।
মালতী বনের বিজন বীথিকাটীতে,
তুমি এসেছিলে দুটী ফুল তুলে নিতে।
ঝরা শ্রাবণের ঝুম্‌কো ফুলের মত,
স্বপনের ঘোর দু'নয়নে অবনত।
বাণী-ভরা ভয় তোমার অধর পুটে,
ক'টি আধফোটা গোলাপের মত ফুটে।
কাজলের মত কাল কুন্তল-ভার,
চরণে আসিয়া লুটায়ে পড়েছে, আর—
কাঁচুলী বিহীন নিটোল বুকের পরে,
স্খলিত আঁচল দুলিয়া দুলিয়া মরে!
দিন ফুরায়েছে—গগনে অচঞ্চল,
পথ চেয়ে আছে রূপসী তারার দল।

নব শশী আর ফুটিল না তবু রাতে,
আমি শুধু জেগে রহিনু তোমার সাথে।
চারিপাশে আর জাগিয়া ছিল না কেহ,
বনের কুটিরে মোদের বাসর গেহ;
শুক-সারী ঘুমে হারায়েছে কলকথা,
ভুলিয়াছে তারা দিবসের চপলতা।
কুসুম শয়নে প্রদীপ নিভায়ে দিয়া,
হৃদয়ে চাপিয়া রহিনু তোমার হিয়া;
যেন সিরাজীর পূর্ণ পেয়ালা আনি,
তুমি মোর ঠোঁটে রাখিয়া দিয়াছ রাণী;
কাড়িয়া লয়েছি তোমার গলার মালা,
তাই দিয়ে রচা হয়েছে বরণ ডালা।

* * *

ফুরায়েছে গান কাঁদিছে সুরের রেশ,
মিলন রাতের উৎসব হল শেষ।
দাঁড়াইনু পথে আবার নবীন প্রাতে,
হারায়েছি সব কিছু নাহি আর সাথে

অসীমের পানে স্থরু হল চলাচলি,
চির বিরহের কথা হবে বলাবলি।
সন্ধ্যা যখন রাতের কাজল টানে—
জানি-চেয়ে রবে হয়ত পথের পানে,
গোধূলি-ধূলায় কুলায় ফিরিবে ধেনু,
নবীন পথিক বাজাইতে পারে বেনু।
দু'টী ফোটা লোঢ় হয়ত বিজন বনে,
ঘনাবে তখন কাজল আঁখির কোণে।
হারায়েছি মালা হারায়ে এসেছি প্রাণ,
বাঁশরীর সাথে ফেলিয়া এসেছি গান;
ভুলিয়াছি পথ তবু পাগলের পারা—
সীমাহীন পথে ভাসিয়াছি পথহারা।

আশা

কানে কানে কথা কও,
কোন ভাষাহীন বাণীর মায়ায় আমারে ভুলায়ে লও
এই সংসার-সাহারায়-পথ
হারায়ে ফেলেছি যবে ;
তুমি নব পথ দেখায়ে বলেছ,
'নব পরিচয় হবে'।

আখির উপরে মোর ;
নবীন পরশে বুলায়ে দিয়েছ রঙ্গিন ঘুমের ঘোর।
পথ অবসানে যবে নিরাশায়
শুধায়েছি 'পথ ক'ই' ?
শত ছলনায় আমারে ভুলায়ে
লয়েছ ছলনাময়ী

'ওগো আঁখি তুলে চাও,'
কভু এই বলে সোণার নগর সহসা দেখায়ে দাও।
আঁখি আগে মোর খুলিয়া দিয়াছ
রঙ্‌মহালের দ্বার ;
আকাশের গায় ক্ষীণ হয়ে যায়
নিগূঢ় অন্ধকার

বলিতে পার কি প্রিয়া ;
আর কত কাল চলিতে হইবে এই ছায়া পথ দিয়া ?
আর কত দূরে চলিতে চলিতে
হবে এ চলার শেষ ;
বলিতে কি পার কোথায় তোমার
রয়েছে সোণার দেশ ?

ঐ দেখা যায় ঐ!
জনম অবধি দেখিতেছি শুধু ধরিতে দিতেছ কই?
বাতাসের মত শূন্য ও তোর
ক্ষণিকের উচ্ছাস,
জানি তবু ওরে চলিয়াছি হায়
তুই যেথা লয়ে যাস্।

ওলো ছলনার রাণী;
মায়া দিয়ে গড়া তন্বী অতনু জানি ওরে তোর জানি।
আকাশের মত মিথ্যা ও তোর
অঙ্গুলি নির্দ্দেশ;
জানি তবু হায় তারি ইঙ্গিতে
চলেছি নিরুদ্দেশ।

ইরানের রাণী

পূবে উঠে চাঁদ গেছে বহুখণ বেলা ;
সিরাজ সহরে বসেছে রূপের মেলা।
এসেছে হাজার মলিন বসনা বাঁদী ;
তাঞ্জামে চড়ে আসিয়াছে সাহাজাদী।
এসেছে বেগম, তারি মাঝে দিনহীনা—
কোথা হতে এক আসিয়াছে বেদুইনা।
সাহাজাদী বাঁদী রূপসী বেগম রাণী,
কবরী বাঁধিয়া নয়নে কাজল টানি,

যতনে বসন, ভূষণে, রতনে সাজি,
রূপের গরবে মাতাল সকলে আজি।
তারি মাঝে বসি একা বেদুইন বালা;
গলায় দুলিছে দু'খানি বকুল মালা।
মরুর বালুকা জড়িত বসন গায়;
কাজল বিহীন সজল নয়নে চায়।

চাঁপার গন্ধে ঘন নীল হল রাতি,
সেই সবে হেঁসে উঠিয়াছে যূঁথি যাঁথী,
রক্তিম ঠোঁটে হেসেছে গোলাপ বালা,
নীলিম আকাশে চাঁদের প্রদীপ জ্বালা।
দূর সহরের শুভ্র মিনার গুলি,
নীরবে দাঁড়ায়ে রহেছে নয়ন তুলি।
কোন অজানায় কে জানে পথিক কেবা,
করুণ বাঁশীতে করিছে সুরের সেবা।

এমন সময় অরুণ ধূসর পথে,
ইরাণের রাজা আসিয়া সোণার রথে,
করুণ কণ্ঠে শুধাল সরমে হেঁসে,
কে তুমি রূপসী বসিয়া মলিন বেশে?

কপোল ভরিয়া গোলাপ গুচ্ছ তব,
ছুলিতেছে দোল কুন্তল অভিনব,
ঐ দু'নয়নে কোন স্বপনের ঘোর,
কে তুমি বসিয়া রয়েছ হৃদয় চোর ?
এত রূপ তব এত অপরূপ তুমি,
কেমনে পরশ করিলে কঠিন ভূমি !
এস তবে রাখ এই হাতে দুটি কর,
দাও মোর পরে তোমার তনুর ভর,
এস উঠে এস নীরবে সোণার রথে,
ফিরে গেল রথ রঙ্‌মহলের পথে।

*　　　*　　　*

হয়ে গেল শেষ নিমেষে রূপের মেলা,
প্রণয় সে শুধু ক্ষণিক কালের খেলা।
বেদুইন শেষে হল ইরাণের রাণী,
শুনে কেহ কেহ ফুঁসে উঠে "জানি জানি"।
কেহ কথা বলে কেহ কিছু নাহি বলে,
অভিমানে মালা দেয় ভিখারীর গলে,
শুধু বেসরম ছুড়িগুলো চারি পাশে,
সারাটা সহর গুলজার করে হাঁসে।

তারার প্রতি।

গভীর রাতের তারা ;
কোন বেদনায় নয়ন ঢেকে
অন্ধকারের আড়াল থেকে
কার পানে তুই আছিস চেয়ে
অমন উদাস পারা ?

গভীর রাতের তারা ;
আঁধার কালো আকাশ তলে
দৃষ্টি কি তোর আঁখির চলে
দেখতে কি পাস জগৎ খানা
স্বপ্নে মাতোয়ারা ?

গভীর রাতের তারা ;
সামনে কনক চাঁপার গাছে
যে ফুল আমার ফুটে আছে
দেখায় তোকে তারি মতন
একটী ফুলের পারা।

গভীর রাতের তারা ;
নিঝুম রাতে এমনি কি তুই
একলা বসে ঝুরবি নিতুই
সঙ্গী বিহীন রাতগুলি তোর
কাটবে কেমন ধারা ?
গভীর রাতের তারা।

বসন্তের বিদায়

কোন্ অজানার নবীন উষায়
ফাগুন ফিরিতে চায় ;
এই জীবনের ক্ষণিক আলোয়
ধরা তারে নাহি

মাধবী লতার পাতা ক'টি ধ'রে
নীরবে দাঁড়ায় বনে ;
ভ্রমর বঁধূরা সজল নয়নে
ফুলের মিনতি শোনে।

আর কত মধু চাও আজি ওগো
আর কত মধু চাও !
এই ফাগুনের বিদায় বেলায়
মোদেরো বিদায় দাও।

দখিন বাতাস পথ ভুলে গেছে
কিছু নাহি জানা যায় ;
পিকের কণ্ঠ নীরব কেন গো
সে কোথায়, সে কোথায় !

ঘন নীল মেঘে চৈত্র রাতের
ঐ হল অবসান ;
বকুল ফুলেয় গন্ধ গাহিছে
শেষ বিদায়ের গান।

ভোরের পথিক বাঁশীতে বাজায়
বড় সকরুণ সুর ;
আজি ফাগুনের ফুলের সহিতে
যাবে সেও বহুদূর

ফাগুন গিয়াছে সাথে লয়ে প্রাণ
পিক সেও পলাতক ;
ঝরা ফুলগুলি আজি তবে তার
স্মৃতির কণিকা হ'ক।

নবীন দেশের আলোয় আবার
ফাগুন ফিরিতে চায় ;
এই জীবনের ক্ষণিক আলোয়
ধরা তারে নাহি যায়।

সন্ধ্যায়

আয়লো সখি জলকে যাবি
চলতে পথে দেখতে পাবি
বকুল তলায় ফুল ঝরেছে শুভ্র অতি,
তার পরেতেই বইছে রে তোর ময়নামতী।

তেত্রিশ

সন্ধ্যা হতেই কলসী নিয়ে
মুখ ভরা নীল ঘোমটা দিয়ে
জল তুলে সব ফিরতি গেছে গাঁয়ের বধূ;
পেয়েছে তারাও চলতে পথে ফুলের মধু।

চিকণ কালো মুক্ত কেশে
বাতায়নের বুকটী ঘেঁসে
ওর পানে তুই মিছেই চেয়ে আকুল পারা!
ঐ যেখানে উঠছে জ্বলে সন্ধ্যা তারা।

ক্ষণিক ডুবে নদীর তলে
বুকের কাপড় ভিজাস জলে
আয়লো সখি ঐ জনহীন নদীর তীরে;
স্রোতের মুখে এলিয়ে দেহ ভাসবি ধীরে

চলতি পথের সীমায় এসে
চাঁদ যদি তোর দাঁড়ায় হেসে
দেবতা দেবীর দেউল গুলোয় ঝাঁঝর বাজে;
বনের পাখী ঘুমোয় যদি কুলায় মাঝে।

আঁধার যদি হয়েই থাকে
অশথ বনের বাঁকে বাঁকে
রাখাল যদি ওপার থেকে বাজায় বেণু!
গোঠের পানে ফিরেই চলে মাঠের ধেনু।

নীল শাড়ী তোর সবুজ পেড়ে
পরিস ভিজে কাপড় ছেড়ে
চুলগুলি তোর অমন করেই রাখিস খুলে;
ফেরার পথে আনিস দু'টো বকুল তুলে।

স্মৃতি

ঘনায়ে এসেছে সঘন অন্ধকার
পথ চলা হল ভার;
ওলো সাহারার পাগলিনী বেদুইনা
বাজাবি কি তোর ভুবনমোহনী বীণা ?

আকাশের দিকে ছলছল চোখ চেয়ে
কি দেখিতে চাস্ অনামীমরুর মেয়ে
জ্বলিছে সন্ধ্যা তারা
ভাসিয়া এসেছি মোরা দুটী পথহারা।

কে জানিতে চায় কোথা এপথের শেষ
মোরা পথহীন চলিয়াছি এই বেশ ;
তোর সাথে মোর যদি ছাড়াছাড়ি হয় ;
তাহাতে কিসের ভয় !—

আমি যেথা যাব গাহিতে গাহিতে গীত
যদি চলে যাস্ তুই তা'র বিপরীত,
নূপুরের ধ্বনি শুনিতে না পারি হায় ;
তাহাতে কি আসে যায় !

কে জানিছে মোর চলিতে চলিতে কবে
দূর পথে কোথা সুরের কবর হবে,
যদি একদিন নিঃশেষ হয় প্রাণ ;
গাহিতে না পারি গান—

মোর প্রিয়তম বাঁশীটী পড়িয়া থাকে
যদিরে পথের বাঁকে ;
কখনো নিকটে কখনো অনেক দূরে,
যদি একদিন মরুমহাদেশ ঘুরে·

ক্ষীণ তনুভার এলায়ে কাহারো হাতে
অজানা জনের সাথে,
এই পথে যেতে বাঁশীটী দেখিতে পাস্।
পড়িবে কি তোর একটী দীর্ঘশ্বাস্ ?

দুনিয়ার ঘর

এই দুনিয়ার একপাশে মোর পাতায় বাঁধা ঘর।
একটানা মোর জীবন আমি চরম স্বার্থপর ॥
চিত্তে আমার ভাবনা অনেক—বিত্ত আমার সব।
নাইক বুকে উচ্চ আশার তুচ্ছ কলরব ॥
সোনার খাঁচায় বন্ধ আমার পোষমানা এক পাখী।
আকাশ পথের পক্ষী তারে নিত্য পালায় ডাকি ॥
ঐ বহুদূর অন্তবিহীন নীল আকাশের কূলে—
কিসের আশায় চলছে ওরা সকল বাঁধন খুলে ॥

খাঁচার ভিতর সবাই ওরা দেয়না কেন ধরা—
যেথায় ওদের চিরদিনের আহার আছে ভরা॥
বাতায়নের বুকটী ঘেঁসে ঝুলবে নিরিবিলি।
ভাবনা-ভোলা মনটী নিয়ে থাকবে সবাই মিলি॥
ঐ যে পথে বাজার বসে নিত্য কেনে বেচে।
মোর আঙ্গিনার কোণটী ঘেঁষে সুদূর পানে গেছে॥
ওর বুকেতেই লক্ষ পথিক লক্ষ্য বিহীন হয়ে।
পথ হারিয়েও কিসের আশায় পথ চলেছে বয়ে॥
একতারা কেউ বাজিয়ে চলে সঙ্গে কারো বাঁশী।
চক্ষে কারো কান্না কারো ওষ্ঠে মধুর হাসি।
কেউ বা খানিক দাঁড়িয়ে পড়ে ময়নামতীর ধারে।
আপন গানেই মুগ্ধ হয়ে আপনি মাথা নাড়ে॥
পাগল ওরা বক্ষে ওদের নানান রকম আশা।
পথের পাশের পান্থশালায় নিত্য ওদের বাসা॥
কেউ বা বলে অপ্সরী সে তার পানেতেই ছোটে।
কেউ বা খোঁজে কোন পুকুরে সোনার কমল ফোটে॥
শুষ্ক পথের ধূলায় কেহ মাণিক খুঁজে মরে।
কেউ বা ভাবে আকাশটাকে ধরবে কেমন করে॥
পাগলা গুলোর কাণ্ড দেখে বড্ড হাসি পায়।
ঘরের কাজে কিন্তু হাসার সময় যে নাই হায়॥

বিশ্বপেলেও কাটবেনা এই ক্ষুদ্র গৃহের মায়া।
ছাড়বোনা মোর আম্রতরুর স্নিগ্ধশীতল ছায়া ॥
ঘর সাজানোর কাজেই আছে আনন্দ মোর বাঁধা।
জীবনবীনার তারটী আমার সরল সুরেই সাধা ॥
পাগল যারা মরুক ঘুরে জীবন মরুর চরা।
মিলবে না যা তাহার খোঁজে মিথ্যা ঘুরে মরা ॥

অজানা

অসীম কালের ক্রীড়নক মোরা যা কিছু ভেবেছি মনে,
যুগ যুগ ধরে ব্যর্থ হয়েছে তাই।
কুসুমের কুঁড়ি ফুটিতে ফুটিতে ঝরিয়া পড়েছে বনে,
ভ্রমর কহিছে গন্ধ কোথায় পাই!

চির নবীনের নীল অঞ্জন কালের নয়নে আঁকা,
আজিকে যেথায় সোনার নগর কালি হবে তাই ফাঁকা
আজি অসীমের যাত্রীরা, যার মোহন বাঁশরী শোনে
কালের খেয়ালে কালিকে সে আর নাই।

এই নশ্বর নয়নে যখন যা কিছু লেগেছে ভাল
এ পরাণ শুধু তারি পিছু পিছু ধায়।
কখনো ঘনায়ে এসেছে আঁধার কখনো জ্বলেছে আলো,
হারায়েছে যারে তাহারে খুঁজিয়া পায়।

হৃদয় মাঝারে দুবাহু বাড়ায়ে ধরিতে গিয়াছি যারে
এই জীবনের ক্ষণিক আলোয় ধরা নাহি যায় তারে।
কখনো সাকীরে নীল পেয়ালায় কয়েছি সরাব ঢাল
কভু ও বা তাই' হেলায় শুখায়ে যায়।

এই মানবের মনের গহনে চিরকাল চলে খেলা
অসীম কালের খেলার নাহিক শেষ।—
কখনো স্বপনে কনক কিরণে করিয়া গিয়াছি হেলা
মাটির মাধুরী নয়নে লেগেছে বেশ।

আলসে বসিয়া চলিতে চেয়েছি সুধায়েছি কোথা পথ
অসীম কালের দেবতা রয়েছে বসি নিশ্চলবৎ,—
নীরবে হাসিয়া করিয়াছে শুধু সুদূরে যাবার বেলা
অজানার পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ।—

দেবদাসী

দেবতার নামে বন্দিনী আছে
আজ দেবদাসী যে কয়জনা।
সেও তারি মাঝে সুন্দরী এক
স্বপনের জাল দুচোখে বোনা॥

ক্ষণিকের তরে দেখাহল শুধু
সেই ফাগুনের প্রথম দিন।
শ্রাবণ মেঘের মায়াসম তার
কুন্তল ভার বিনুনী হীন॥

নীলাম্বরীতে ঢেকেছে নিচোল
রামধনু আঁকা আঁচল গায়।
নূপুরের ধ্বনি বাজে রিনিঝিনি
ফুলকলি:সম চপল পায়॥

বকুল চয়নে ব্যাপৃতা বালিকা
বন কুসুমের ভৃঙ্গসমা।
সখীদের মুখে নাম শুনেছিনু
অতি সুমধুর 'সুরঙ্গমা'॥

ঐ কুসুমের পরাগেরি মত
ক্ষণ ভঙ্গুর সে যেন অতি।
আমি মহারাজ বিজয় রাঘব
প্রণয়াসক্ত তাহার প্রতি॥

*   *   *

পঁয়তাল্লিশ

মাটির দেউলে কে তুমি দেবতা
বেঁধেছ তোমার পুজার ঘর।
ঐ জড়জীব শিলার কণায়
বন্দী কি তুমি পূর্ব্বাপর ?

এ কি মানুষের ছলনা শুধুই
এ কি মানুষের কেবলি ছল ?
জগতেরে লয়ে জুয়া খেলিবার
মানব রচিত এ কৌশল ॥

ওগো ব্রাহ্মণ ধর্ম্মদত্ত
দেব পুরোহিত পুণ্যবান ;
আমি রাজা, তবু তুমি মোর বড়,
নহে কি গো মোর এ অপমান ?

রাজার গর্ব্ব খর্ব্ব করেছ
ওগো সুচতুর সুকৌশলি।
এই দেউলেরে স্বর্গ করেছ
অর্ঘ্য নিয়েছ সবারে ছলি ॥

জড় পাষাণের পিণ্ডে জীবন
দেবতারে এনে বেঁধেছ আজ।
আমি তোমাদেরি কৌশলে শুধু
হয়েছি বিজয় রাঘব রাজ ॥

আমি এদেশের মহারাজ তবু
বেঁধেছ আমারে এ কোন ছলে।
মাটির দেউলে অবনত অমি
জড় পাষাণের চরণ তলে ॥

*　　　　*　　　　*

দেবদাসী রূপে বন্দী যাহারা
জীবন যাদের কামনাহীন।
আমি তারি মাঝে একটী নারীকে
ভালবাসি উৎসবের দিন ॥

এ শুধু রূপের ক্ষণ মোহ নয়
এ যে গো প্রণয় প্রলয় সম।
ভালবাসিয়াছি দেবদাসী তব
ক্ষমা কর দেব ক্ষমহে ক্ষম ॥

আমি মহারাজ বিজয় রাঘব
এ দেশের যাহা সকলি মোর।
শুধু মন্দির জানি এ দেশের
আমি তবু কেহ নহেগো ওর॥

*   *   *

মাটির দেবতা একি তব খেলা
কাড়িয়া লইতে নৃপের বল।
নারীর জনম ব্যর্থ করিতে
এ তব আবার কি কৌশল!

এ বুকের মাঝে বাজায়েছে বীণ্
এ বুকে যে মোর গেয়েছে গান।
ভালবাসিয়াছি হৃদয় ভরিয়া
এ প্রণয় যারে করেছি দান॥

জানি আমি রাজা তবু যারে নাহি
মিলিলে জীবন বিফলে যায়।
মাটির দেউলে বাঁধিয়াছ তারে
ওগো পাষাণের দেবতা হায়॥

যদি নশ্বর পাষাণেরি মাঝে
বিশ্ব-দেবতা বন্দী হও,
দেবদাসী রূপে তাহারেও যদি
মাটির দেউলে বাঁধিয়া লও,

তবে রাজ বেশে কনক মুকুটে
বেঁধ নাগো মোরে বেঁধ না আর,
ভালবাসি তারে সেই বেদনায়
ছিঁড়েছে বুকের বীণার তার

ঐ অসীমের পথে ঘুরে হ'বে
এই ক্ষণিকের জীবন শেষ,
মাটির দেবতা এই লও তবে
অঞ্জলি দিনু এ রাজ বেশ ॥

উনপঞ্চাশ

তুরাণী মেয়ে

এই তুরাণী মরুর বুকে,
গান গেয়ে তুই আপন সুখে,
ফুলের মতন ফুটলি দখিন বায় ;

চৈত্র রাতের বকুল বেলা
ফুল পিয়াসী করবে হেলা,
তোর অধরের পরশ যদি পায়।

পান করে তোর রূপ-মদিরা
রূপের রাণী অপ্সরীরা
স্বর্গে ফিরে করবে সবাই লাজ ;

সুর্মা টানা আঁখির কোণে
স্বপ্ন যে তোর কি জাল বোনে,
রচবি কি তুই স্বর্গ মরুর মাঝ ?

ঘোমটা বিহীন মাথার কালো
কোন ফুলে তুই করলি আলো ?
বকুল কিবা শিউলি ওত নয় ;

বাঁধনহারা চুলের মাঝে
গন্ধ যে তোর ছড়িয়ে আছে
বসরা দেশের গোলাপ যদি হয়।

চুল-বিলাসী মরুর মেয়ে
তোর চরণের পরশ পেয়ে
মরুর বেলায় জাগে জীবন-ছায়া ;

তাই বুঝি সে তোরি পানে
ক্লান্ত পথিক ভুলিয়ে আনে
জাগায় পথে মরীচিকার মায়া।

অশথ শাখে, পাতার ফাঁকে,
ফাল্গুনে যে কোকিল ডাকে—
তোর মত হায় কণ্ঠ তাদের নাই ;

অচিন পথের যাত্রী যারা
তোর রূপে হয় মুগ্ধ তারা
আমার চলন থম্‌কে আসে তাই।

আমার পানে চোখ বুলিয়ে,
চিকন কালো চুল দুলিয়ে,
মাথায় গুঁযে গোলাপ গোটা দুই,

নীল কাঁচুলি, হলুদ-পেড়ে
ঘাগ্‌রা ঢাকা নিচোল নে'ড়ে,
মরুর মাঝে মন ভুলালি তুই।

উপলব্ধি

অচল পথের বুকে ফেলি পথ চলনের চিন্
ক্ষণিকের খেলা শেষে ফিরে যায় পান্থ উদাসীন।
সহসা গভীর রাতে,
বিদায়ের বেদনাতে,
নিজ মনে গাহে গান, কণ্ঠ তার হ'য়ে আসে ক্ষীণ।

তিপান্ন

প্রতিটি ধূলির কণা কহে ডাকি নাহি হ'তে ভোর,
—উদাস পথিক ফিরি কোথা যাস্? দেরি আছে তোর
দূর অতীতের স্মৃতি—
কত পূর্ণিমার তিথি,
বিদায় বিধুর পদে বাঁধে আসি কুসুমের ডোর।

কেতকি বকুল বন মর্ম্মরিত বিথীর আহ্বানে,
সাদর ফুলের ডালি অশ্রুজলে ভিজাইয়া আনে।
তবু সে মানে না বাধা,
পশ্চাতের হাসা-কাঁদা—
আজি এ বিদায় ক্ষণে কিছু তার নাহি আসে কাণে

কাজল কুয়াসা রাশি আঁখি আগে স্বপনের মত
আপনার দেহভারে আপনি সে হ'ল অবনত।
বিমলিন চাঁদ বধু,
তবু ছড়াইছে মধু,
ধরণীর বেদনাটি চাঁদ যেন নহে অবগত।

সহসা ঘুমের ঘোরে অন্ধকারে জেগে দিশে হারা,
ময়ূর, পাপিয়া, কুহু একই সাথে ডেকে উঠে তারা।
হারায়ে গিয়াছে বাসা,
তবু তাহাদের আশা—
চিরন্তন খোঁজাখুঁজি একদিন হ'বে—হ'বে সারা।

অজানা সুদূর হতে সুদূরিকা বধুর বাঁশরী,
কতদিন কতকাল ডাকিয়াছে দিবা বিভাবরী।
আজি সে মরুর পারে—
খুঁজিতে চলেছে তারে,
অতীতের খেলাঘর পিছে তার মরিছে গুমরি।

উচ্ছ্বসিয়া কহে কভু আরো সাকী—আরো—সুরা ঢালো
সুদূরে ছড়ায়ে গেছে আপনার নয়নেরি আলো।
বক্র ক্ষীণ পথ বাহি,
চলিয়াছে—অন্ত নাহি,
সচকিতে ফিরে দেখে কেহ তারে বাসে নাহি ভালো।

ওখানেতে রাত্রি শেষে ঝড়ে-পড়া কদমের বনে,
নবীন পথিক বেণু বাজাইছে সবে তাই শোনে।
কত হাসি কত গান,
নাহি তার অবসান,
সে শুধু ফিরেছে তাই তারে কেহ রাখে নাহি মনে।

সমস্যা

গাঁয়ের লোকেরা সুধাইছে মোরে সারাক্ষণ—
উহারে দেখিয়া কেমনে আমার মজিল মন ?
ওত এত কিছু ভুবন মোহিনী রূপসী নয়,
চোখ দুটো ওর যদিই বা সুধু ডাগর হয়,
আর মেঘ সম কুঞ্চিত কালো অলকদাম,
তাতে কিবা আসে, সৌরভি—দাসী যাহার নাম,
থাকে ওপাড়ায়, তাহারো ত আছে উহার চেয়ে
শতগুণ চুল, তবু সে কি আর রূপসী মেয়ে !

গায়ের রংটা সাদা ওর শুধু একটু তাও,
সাদা রংটাই বড় কি তোমরা বলিতে চাও ?
কত সাদা ওরা, ধবল যাদের হয়েছে গায়,
গায়ের রংটা সাদা হ'লে আর কি আসে যায়
ধীরে একজন বৃদ্ধ আসিয়া নিকটে মোর
বলিলেন, ভায়া "কি দেখে ভুলেছ—কি আছে ওর ?
দেখিতে হে যদি আমারি মেয়ের মেয়েটি আজ
বলিতে হইত মেহের উন্নিসা অথবা তাজ।
যদিও তাহার গায়ের রংটা কালোই তবে,
গড়ন দেখিয়া নিশ্চয়ই তুমি অবাক হবে
তবে কোন খানে পাত্র না পেয়ে ছেড়েছি হাল"
বলিনু তাঁহারে—"মনেরে সুধায়ে বলিব কাল।"
পথে একদল যুবক আসিয়া নিকটে ফের
বলিল আমারে—অমন মেয়ে ত দেখেছি ঢের।
কি লাগি উহারে ভালো বাসিয়াছ বল ত ভাই
বন্ধু আমরা—সেই দাবীতেই শুনিতে চাই।
জানিতাম যদি মন মজাইবে সহজে এত
ছিল ওপাড়ায় যমুনা—সেও ত সুবিখ্যাত।
মলিনা রয়েছে সে ত একেবারে সোণার থাল।
সবারে বলিনু—"মনেরে সুধায়ে বলিব কাল॥"

ক্ষণিকের খেলা

মিছে হাসাহাসি, মিছে ভেবে রাখা
প্রেম সে অচঞ্চল,
রাত্রির আগে দীপ্ নিভে যাবে—
এই জীবনের ছল ॥
ক্ষণিকের আলো কিবা তার আয়ু
নিভাইবে যারে ঝঞ্ঝার বায়ু,
চির আঁধারের মরিচীকা শুধু
জেগে র'বে উজ্জ্বল,
এই জীবনের ছল।

নগরের সেরা রাজধানী যাহা,
কালের চরণ চুমি,
কালি হ'বে তাই প্রান্ত বিহীন
শশ্মানের মরুভূমি ॥

উনষাট

মিলনের হাসি ভালবাসা বাসি,
নয়নের জলে মিলাইবে আসি ;
চির বিরহের আকুল পাথারে
ভাসিয়া মরিবে তুমি ;
কালের চরণ চুমি ।

রাজ-প্রাসাদের ময়ূর আসনে
বসিয়া যে রাজা, রাণী,
কণ্ঠে দুলিছে মণি-মুকুতার
বিজয় মাল্য খানি,
হ'তে নাহি হ'তে রাত্রির শেষ,
স্বপনের মত মিলাবে ও বেশ,
ভিখারীর বেশে পথ হ'তে পথে,
ঘুরিয়া মরিবে জানি ।
আজি যারা রাজা, রাণী ॥

শারদ রাতের শেফালি কুসুম,
যত শতদল সব,
ফাল্গুনে ফোটা বকুল বেলার
নব নব সৌরভ ।

শীত গ্রীষ্মের পরশে কঠিন,
জানা আছে ঝরে যাবে একদিন ;
কোকিলের কুহু মিলাবে, রহিবে
শকুনির কলরবে।
একদিন যাবে সব ॥

কিশোরের খেলা নব-যৌবন
সবি স্বপনের মায়া,
তুনিয়ার মাঝে সত্য সে শুধু
মৃত্যু-মলিন ছায়া।
জানি একদিন কিছু নাহি র'বে,
এ ধূলার দেহ ধূলি-লীন হ'বে ;
নব-যৌবন ক্ষয় হবে, যা'বে
রূপ-উজ্জ্বল কায়া।
সবি স্বপনের মায়া ॥

ফাল্গুনে

নীল আকাশের অসীম ছায়ে চাঁদ উঠেছে বাঁকা,
ধরার চোখে আজ যেন কোন মায়ার কাজল মাখা।
ওলো বকুল ফুলের ডালি,
আজকে আমার মন ভুলালি,
বনের প্রিয় বসন্ত সই তোর বুকেতেই বাঁধা,
ওগো পথিক, শেষ ক'রে দাও বাঁশীর সুরে কাঁদা।

আকাশ ভরা চাঁদের হাসি—
আজ ফাগুনের পূর্ণমাসী,
নীল আকাশেও ফুটলো বনের ফুলের মতই তারা,
ওরাও চাঁদের হাসির সাথেই সুর মিলিয়ে সারা।

ওই সুদূরের আব্‌ছায়াতে
আজকে নীরব নিঝুম রাতে
ওগো ফাগুন এই দুনিয়ার পাঁকের পুকুর হ'তে
হৃদয় আমার নাও ভাসিয়ে দখিন হাওয়ার স্রোতে।

আমায় নিয়ে যাওগো ভেসে,
ঐখানে ঐ নীলের দেশে,
কুঁড়ির চোখে স্বপ্ন যেথায় কাঁপছে গভীর রাতে,
সেথায় আমার মোহন বাঁশী বাজবে সাহানাতে।

পাতায় পাতায় লক্ষ কুহু
ডাকবে সেথায় মুহুর্মুহু,
ওগো ফাগুন ফুলবাগানের দুয়ারখানা খোলো।
হাস্নাহানার গন্ধে আমার মন যে পাগল হোলো।

কিম্বা যেথায় নভস্থলে
লক্ষ্য তারার মাণিক জ্বলে,
কিম্বা যেথায় গুমরে মরে অলখ্ বীনার তার,
ওই যে সুনীল শূন্য আকাশ ওই যে পারাবার।

আমায় নিয়ে সাঁঝের শেষে
ঐ খানে ঐ রূপের দেশে,
দখিন হাওয়া ভিড়াও তোমার স্বপ্নেরি সাম্পান,
ঐ খানেতেই শুনবো গিয়ে সন্ধ্যাতারার গান।

সঙ্গে নেব বাঁশের বেণু,
দখিন হাতে গোলাপ রেণু,
অপর হাতে রইবে কটি বকুলমালা গাঁথা
সঙ্গে নেবো আর কবিতার ছিন্ন কয়েক পাতা।

ওগো চকোর নয়ন মেলো,
চাঁদের আলোয় বন্যা এলো,
আকাশ জুড়ে আজ বসেছে অপ্সরীদের মেলা ;
আমায় বারেক ডাক দিয়ে যেও তোমরা যাবার বেলা।

স্বপ্ন

এই সিরাজীর সোনার পেয়ালাটিরে
কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া দাও ;
বুকের বীণার তার যদি যায় ছিঁড়ে—
সুরের পরশে ভরিয়া উঠিবে তাও।

হাঁসির ফোয়ারা ঝরিছে যেথায় আজি,
বাঁধিবো রে ঘর সেই দেশে মোরা চল ;
নবীন কুসুমে ভরিয়া উঠিবে সাজি,
সহিতে পারিনা বিরহ, চোখের জল।

আঙ্গুরের ক্ষেতে ফাগুন রহেছে বাঁধা
আমাদের প্রিয় বসরা দেশের ফুল।
হাঁসো হাঁসো আজ, মিছে বসে বসে কাঁদা,
সোনার শিকলে বেঁধে রাখো বুল্‌বুল্‌।

ঢুলে ঢুলে পড়ে দুটি চুর্‌ চুরে আঁখি,
আকাশে হেঁসেছে রুপোলি রাতের চাঁদ
শুধু এক ফোঁটা সুরার বদলে সাকি
দিয়ে দিতে পারি 'বোখারা' ও 'বোগ্‌দাদ'।

প্রতিশোধ

জীবন যমুনা ব'হে
দিন মোর গেছে ক্ষয়ে,
যৌবন আজি মোর বেদনা-হতা
এই মুখে মুখ রেখে,
এই চোখ দেখে দেখে
কত জন ভালোবেসে কয়েছে কথা।

আমি শুধু ভালো বেসে
উপহাস পাই শেষে,
বুক ভাঙ্গা আঁখি-জল এসেছে নামি ;
এই দেহ এইরূপে,
কভুওবা চুপে চুপে
আপনাতে অপরূপা হয়েছি আমি ;

এ অধর শুধু একি
অপরের দেখা দেখি
আঁখি ভরা জল নিয়ে মরিবে হেঁসে ?
কার দোষে, কার পাপে,
কার রূঢ় অভিশাপে
এজনম এই মত গিয়েছে ভেসে ?

এইরূপ, এই দেহ,
এই অকারণ স্নেহ
বিলাইতে চহিলেও নিলিনে তোরা ;
আমিও যে আজি তাই
রূপ দিয়ে রুপো চাই,
জগতের বুকে চাই বিঁধিতে ছোরা।

যা হবার হোক তবে,
মোর ব্যথা জেগে রবে ;
আঁখি হতে মুছে গেছে স্নেহের ছবি
ব্যথা ভরা বুকে মোর—
বুক যবে দিবি তোর,
এই মত হায় তুই ব্যথিত হবি।

পিয়াসী

কোথা গেলি আয় সাকি পেয়ালা নিয়ে,
ছুনিয়ার রূপ-হাটে কি হবে গিয়ে।
ওরে সাকি আয় আয়,
প্রাণ যায় প্রাণ যায়
ফিরে যাস্ ছুটি ফোঁটা সিরাজী দিয়ে।

যদি নীল পেয়ালাটি ভরে যায় তো
ভৃঙ্গারে সিরাজের সুরা এনে থো ;
যতো দিবি ততো চাই,
তিয়াসার শেষ নাই,
এ জীবন মরুভূমি হয়ে গেছে গো ।

কোথা গেলি আয় সাকি আয়না ফিরে,
হাস, হাস মিছে ভাসা নয়ন-নিরে,
বুক যার পুড়ে গেছে,
আর যারা দেহ বেচে
তারাইতো চায় শুধু পেয়ালাটিরে ।

ভোরের চাঁদ

রজনীর জ্যোতির্ম্ময়ী তারকারা কোথা গেলো সব ?
রাত্রি শেষে ধ্বনি উঠে মরণের কোলাহল রব।
যৌবনের বিষ পিয়া বাসনার নীলকণ্ঠ হয়ে,
লীলায়িত বাহু-পাশে এই দেহ জড়াইয়া লয়ে,
এ মিলন চিরন্তন একদিন বলেছিলি যারে,
তুচ্ছ যৌবনের শেষে অকস্মাৎ ভুলেছিস্ তারে ?

অদূরে জ্বলিছে চিতা, জ্বালাময়ী হলো অস্তাচল,
শোক-বস্ত্র পরিহিত ভ্রাম্যমাণ ভ্রমরের দল,
জাগাইছে অশ্রু-ভেজা ধরণীর পুষ্প-চক্ষুগুলি ।
জ্বালাময়ী মৃত্যু-চিতা জ্বলি উঠে লক্ষ বাহু তুলি।

কোথা গেল তারকারা জ্যোতির্ম্ময়ী রূপসীর দল ?
রজনীর ভালবাসা তাহাদের শুধুই কি ছল ?
রূপের পূজারি তারা যৌবনের সহচরী খালি,
রূপের পূজার তরে বহে আনে প্রণয়ের ডালি।
যৌবনের অবসানে রূপহীন দেহ যবে হয়—
প্রণয়ের স্বপ্ন ভাঙ্গে আর তারা কেহ তব নয়।
শারদ রাত্রির শেষে জীবনেরে চিনিয়াছি আমি
নয়নের প্রান্ত হতে অশ্রু তাই আসিতেছে নামি।

মরণের করস্পর্শে নিভু নিভু নয়নের আলো।
রূপ মুগ্ধ রূপসীরা কেহ মোরে বাসে নাহি ভালো।

মরুর পথে

মোরা বেদুইন ছিঁড়িয়া এসেছি
দুনিয়ার মায়াপাশ ;
ওরা পিছু হতে মিছে ডেকে কয়,
"কোথা যাস্ কোথা যাস্'

মোরা কোথা যাই কে বলিবে ভাই
পথের ঠিকানা কিছু জানা নাই,
অসীমের ডাক শুনিয়াছি তাই
অসীমের পানে ছুটি
চির অজানারে খুঁজিয়া বেড়াই
ধূলায় ভরিয়া মুঠি

সারা তুনিয়াই আমাদের প্রিয়,
কোনখানে কেহ নাহি আত্মিয় ;
মরুপথে যেতে মিলেছে যাদের
তাহারাই ভাই বোন্ ;
পথের সাথীরা সখা সখী হয়
যবে যাহা প্রয়োজন ।

সকলি সমান ধূলি আর সোনা,
মোরা মরুময় করি আনাগোনা ;
আপনার মনে বাঁশরী বাজায়ে,
আপনারা তাই শুনি ;
বেতুইনাদের কোলে মাথা রেখে
আকাশের তারা গুনি ।

চাঁদের আলোয় কেহ ভুলে রয়,
কেহ গান গায়, কেহ কথা কয়
কেহ অকারণে আকাশের পানে
তু'বাহু বাড়ায়ে দিয়া
চাঁদেরে ডাকিয়া হেসে হেসে কয়
হেথা নেবে আয় প্রিয়া

নীল আঁখি তুলে বেদুইন মেয়ে
বলে দয়িতের মুখপানে চেয়ে
"ওগো বল দেখি এই পথে যারা
গিয়াছে অপর ধারে,
সাঁঝের তারাটি বাঁশীর বেহাগে
ধরিয়া নিতে কি পারে?"

চলার নেশায় চলি সকলেই,
বেদুইনাদের বেণী খুলে দেই ;
খেয়ালের বশে গান গাহি আর
গান শুনি চিরদিন ;
মোরা মুসাফির মরুপথে পথে
ঘুরে মরি দ্বিধাহীন।

চির অজানার পিছে পিছে ঘুরে
রূপের নেশায় আঁখি চুরচুরে ;
বুকের বাগিচা ফুলে ফুলে যেন
হয়ে গেছে লালে লাল ;
মোরা মুসাফির মরুপথে পথে
ঘুরে মরি চিরকাল।

স্রোতের ফুল

চলেছি আজ নামহারা কোন
নিরুদ্দেশের পানে……
সন্ধ্যাতারাই জানে ;
ওগো অতীত স্মৃতি এবার
আমায় তুমি ভোলো ;
বাঁশীর সুরে কেঁদে যে আজ
বিদায় নিতেই হোলো।

ছিয়াত্তর

চোখ-ভরা মোর আলো ছায়ার
স্বপ্ন শত শত—
চলেছি পথ হাওয়ার স্রোতে
খামখেয়ালীর মত
বাঁশির সুরে ওগো তোমার
নয়ন যদি খোলে,
স্বপন পরী সেই কথাটি
যেও আমায় বোলে।
কোন পথে ঐ সুদূর আমার
আরো সুদূর হবে ;
ওগো অতীত বিদায় নিও
বিদায় নিও তবে।

গানের সুরে বহে এলেম
সোনার তরি মোর
সারা জীবন ভোর·
ঝরা ফুলের মালা আমার
স্মৃতির খেয়াঘাটে
রইল পড়ে কোন অতীতের
অন্ধকারের হাটে।

সাভাত্তর

দূর আলেয়ার আশায় ভুলে
শূন্য হাওয়ায় মেশা—
কণ্ঠ ভরে করেছি পান
আরো চলার নেশা।
বলেছি তার অচিন আলোর
আঁচল খানি ধরে ;
"পথ ভুলিয়ে দেগো আমায়
আরো উদাস করে"।

কোন অগোচর দেশের তরে
সুরের পুষ্প রথে
চলেছি আজ পথে.....
ওগো অসীম সুদূর তুমি
সুদূর হয়েই থেকো ;
আলো ছায়ার হাত-ছানিতে
ওম্নি করেই ডেকো।
ভেবে ছিলেম সবার কাছে
বিদায় নিয়েই নেবো ;
দূর অজানার শূন্যে আমার
সুরের কবর দেবো।

আটান্তর

বিদায় নেবার আগেই আমার
বিদায় বেলা এলো ;
ওগো অতীত ! বুকের থেকে
আমায় মুছে ফেলো ।

শেষ বিদায়

এবার খেয়া বইতে হবে
ডাকছে আমায় নীল ;
অসীম স্বপন লোকের পানে
উধাও আমার দিল্......
হয়তো অনেক দিনের পরে,
তোমায় আমায় বালির চরে
আবার হবে এম্নি করে
এম্নি চোখের মিল ;
দূরের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে
স্বপ্নে দিশাহীন,
কেই বা জানে পাগল পারা
ঘুরবো কত দিন ।
আজকে নীরব নিঝুম রাতে,
বিদায় করুণ বেদনাতে,
রেখে গেলাম তোমার হাতে
আমার বুকের বীণ ।

আশী